প্রথম আলো

তারিখ ... AUG. 1 3 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

# বুয়েট আর মামা বাড়ির ভেতর পার্থক্যটা কী?

জাকারিয়া স্বপন

ানটিভিতে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার দেখছিলাম। বিএনপির যুগ্ম হোসচিব তারেক রহমান নির্বাচনীর এই ডামাডোলের মধ্যে টলিভিশনের সামনে এসেছেন। সেই আলোচনায় তিনি দেশের ন্নয়নের কথা বলেন; বাংলাদেশকে নতুন দিগন্তের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষ্যে মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন বলে মনে হয়েছে। তিনি সখানে উল্লেখ করেন, দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বুয়েট কীভাবে াহায্য করছে। তার গলার স্বর শুনে মনে হয়েছে, তিনি বুয়েটকে নিয়ে র্বিত। কিন্তু তিনি হয়তো একটি কথা জানেন না যে, আমরা তার লের বুয়েট কর্মীদের নিয়ে মোটেও গর্বিত নই। বরং তাদের পরিচয় িতে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। গলা বন্ধ হয়ে আসে, যখন ভাবি সই ক্যাম্পাসে আমিও আমার যৌবনের পুরো সময়টুকু াটিয়েছিলাম।

শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানটিকে পৃথিবীর মানুষ চনে, সেটি হলো বুয়েট। আমেরিকা থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া পর্যন্ত সংখ্য হাইটেক শিল্পে আমাদের যে ছেলেমেয়েগুলো সাফল্যের স্বাক্ষর রখেছে, তাদের মুষ্টিমেয় হলো বুয়েটের ছাত্রছাত্রী। তবে আমাদের াফল্য ভারতের আইআইটির মতো না লেও খুব একটা কমও কিন্তু নয়। ামাদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থকেও ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরা ভালো রতে শুরু করেছে। একদিন হয়তো ারাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে াফল্যের ছাপ রাখবে। কিন্তু এখন র্যন্ত আমাদের আছে সেই সবেধন লমণি এক বুয়েট। সেই বুয়েট গত প্তাহে (৩০ জুলাই ২০০৬) ছাত্রদের ঙ্গে কর্তৃপক্ষের অপ্রীতিকর ঘটনার রিপ্রেক্ষিতে বন্ধ হয়ে গেছে।

বুয়েটকে রক্ষা করতে হবে

এমন বন্ধ যে এই প্রথম তা কিন্তু য়। কিন্তু এবারের বন্ধ হয়ে যাওয়াটা িকোনোভাবেই মেনে নেওয়ার নয়। াপনারা জানেন, বাংলাদেশে টলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বশ উন্নতির একটি প্রবাহ শুরু য়েছে। আপনারা হয়তো আরও জানেন যে, বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি াতে বিদেশ থেকে অর্ডার পেতে শুরু করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিশাল অঙ্কের দক্ষ লাকবল। বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা সেই চাহিদার একটি বড় অংশ মিটিয়ে াকেন। অনেক কোম্পানি সেই লোকবলের চাহিদা মেটাতে বুয়েটের শষবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের আগাম চাকরির অফার দিয়ে রেখেছে। াংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা কয়বার ঘটেছে আমার জানা নেই। ন্তু বর্তমানে যারা শেষবর্ষে আছে, তাদের ভাগ্য তিন-তিনবার াড়ম্বিত হয়েছে জনাকয়েক মুখচেনা ছাত্র নামধারী মানুষের জন্য। দের অনেকের হাতে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার; কিন্তু পাস রতে পারছে না বলে যোগদান করতে পারছে না।

এই সেশনের ক্লাস যখন শেষ পর্যায়ে তখন কতিপয় ছাত্র শ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে, তারা তাদের ছাত্রজীবনে কবার মাত্র বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার সুযোগ পাবে; তাই তাদের ক্লাস ন এক সপ্তাহ কমিয়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ সেশনজটের কথা চিন্তা রে ছাত্রদের সেই দাবি মেনে নিয়ে ক্লাস এক সপ্তাহ কমিয়ে দেয়। ামি জানি, তের সপ্তাহ ক্লাসের ভেতর যদি একটি সপ্তাহ বাদ দিতে য়, তাহলে সেই সিলেবাস শেষ করতে কতটা বাড়তি চাপ াক্ষকদের নিতে হয়েছে। গল্পটা এখানেই শেষ হলে হয়তো মুখ রক্ষা তো। তের সপ্তাহ ক্লাসের পর পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিন সপ্তাহের প্রপারেটরি লিভ' বা ছুটি দেওয়া হয়। ছাত্ররা এবারে বায়না ধরল , সেই ছুটিও আরেক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিতে হবে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ নটাও মনে নিল।

তারপর ছাত্ররা নিয়ে এল আরও নতুন আবদার। প্রতিটি পরীক্ষার াঝের গ্যাপ আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। এর মানে হলো, সারা নমিস্টার না পড়েই পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়া করেই পাস করা ায়। এক মাসের প্রিপারেটরি লিভের পর আবার পরীক্ষাগুলো মাঝে ্যাপ আরও বাড়িয়ে দেওয়া; মন্দ নয়। বুয়েট কর্তৃপক্ষ সেটাও মেনে ল। কিন্তু তখন দেখা গেল, পরীক্ষাগুলোর মাঝে গ্যাপ বাড়িয়ে দিলে নটা আবার বিশ্বকাপ ফুটবলের ফিকচারে সঙ্গে ওভারল্যাপ হয়ে যায়। াত্ররা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তারা পরীক্ষা াবে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ মাথা নত করে নিল।

সবশেষে পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হলো ৩ জুন ২০০৬। কিন্তু রীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর পাঁয়তারা ষতে থাকে। ছাত্রদের চাপের মুখে বুয়েট ২৮ মে ২০০৬ তারিখে কটি সার্কুলার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ২৯ মে থকে ১৪ জুন ২০০৬ পর্যন্ত স্থগিত করে এবং পরীক্ষা আবারও পিছিয়ে দেয়। তবে সেই সময় হল ছাড়তে বলা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পরবর্তী সময়ে ১৯ জুন ২০০৬ নতুন করে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। সেই তারিখটি ছিল ১ আগস্ট ২০০৬। এখানে দেখা যাচ্ছে, মোট ছুটির পরিমাণ ছিল প্রথম তিন সপ্তাহ অফিশিয়াল, তারপর জোর করে সাত সপ্তাহ এবং সবশেষে আবারও অফিশিয়াল তিন সপ্তাহ; অর্থাৎ মোট ১৩ সপ্তাহ। ১৩ সপ্তাহ ক্লাসের পর আবার ১৩ সপ্তাহ ছুটি; তারপরও পরীক্ষা দিতে অনীহা। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর আবারও দাবি তুলতে থাকে।

এবারে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবির মুখে আর হার মানতে রাজি হয়নি। ৩০ জুলাই ২০০৬ চলে তাণ্ডব। ভাঙচুর, মাইকিং, গালিগালাজ, শিক্ষকদের আটকে রাখা—এ সবই যেন যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র। তারপর চলে পুলিশ আর ছাত্রদের যুদ্ধ। একজন প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টকে রাত সাড়ে ৩টায় ছাত্রদের জিম্মি থেকে রক্ষা করে আনা হয়। কিন্তু কেন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র জানিয়েছেন, এর পেছনে রয়েছে বর্তমান সরকারের ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হাত। তারাই পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারাই এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ছাড়তে হয়েছে। পুরো এই অরাজকতায় লাভটা হয়েছে কার?

বুয়েটের পরীক্ষা পেছানো নিয়ে এমন কৌতুকও রয়েছে যে, কারও নানার পেট ব্যথা; তাই পরীক্ষা পেছাতে হবে। কিন্তু এবারে যা হয়েছে সেটা যেন অনেকটা মামা বাড়ির আবদারের মতো। এবং এটা সবসময়ই লক্ষ করা গেছে, মাত্র গুটিকয়েক ছেলের জন্য পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ধকার তারা নেমে আসে। বিশেষ করে বুয়েটে এটা হওয়ার একটি বড় কারণ হলো, এখানকার বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই লেখাপড়ামুখী। তাদের রেজাল্ট খুব ভালো এবং সঙ্গত কারণেই তারা নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে। মারামারি কিংবা নোংরা রাজনীতির সঙ্গে জড়ায় না। ফলে গুটিকয়েক ছাত্র এই সুযোগটি নিয়ে থাকে। এরা নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের মাথার ওপর চেপে বসে। এদের সঙ্গে কেউ লাগতে আসে না। এবং বুয়েটের শীর্ষস্থানীয় এই ছাত্রনেতাদের কিন্তু দেশের অন্য যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাতি নেতাদের চেয়েও নিচে অবস্থান। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, দেশের জাতীয় রাজনীতিতে বুয়েটের কোনো ছাত্রনেতা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, জনাকয়েক (সর্বসাকল্যে ২০ জনের মতো হয়তো হবে) ছাত্রের জন্য পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর জীবন কি বিপন্ন হতে পারে? আমি ব্যাক্তিগতভাবে দেখেছি, আমরা যখন পাস করে আমেরিকায় গিয়েছি, আমাদের ক্লাসে ভারত থেকে যে ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল তারা আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এবং সব সময় এটাই হয়ে আসছে। বর্তমানে যারা বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন, তারাও একই চিত্র দেখতে পাবেন। লেখাপড়া শেষ করতে করতে আমরা চার-পাঁচটি বছর নষ্ট করে ফেলি। পরবর্তী সময়ে যখন আফসোস করি, তখন আর করার কিছুই থাকে না। কর্মজীবনে আপনার বস হবে আপনার চেয়ে জুনিয়র একজন।

এর কারণ কী? এর মূল কারণ হলো, রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের 'ভাগ্নেবাড়ি' বানিয়ে ফেলেছেন। তাদের গুটিকয়েক ভাগ্নের জন্য পুরো জাতি ভুগছে। তাতে তাদের কোনো বিকার পর্যন্ত নেই। নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভাগ্নেবাড়ি বানানোটা মন্দ আইডিয়া নয়। আজ যদি রাজনৈতিক মদদ না থাকত, বুয়েটে কর্তৃপক্ষ নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারত। তাই টেলিভিশনে যখন একজন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎকার শুনছিলাম, তখন মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। কারণ, যে বাংলাদেশের কথা তিনি বলেন, আর যে বুয়েটকে নিয়ে তিনি গর্ব করেন, সেটাকে তার দলের লোকেরাই নষ্ট করে দিচ্ছে। এই ধ্বংসের হাত থেকে বুয়েটকে রক্ষা করতে হলে তারেক রহমানদের মতো লোকদের ভাবতে হবে, তারা যেন তাদের ভাগ্নেদের বুয়েটে পড়তে না পাঠান।

**জাকারিয়া স্বপন : প্রাক্তন বুয়েট ছাত্র। র‍্যাংকসটেলের কো-ফাউন্ডার ও চিফ অপারেটিং অফিসার।**
zakariaswapan@hotmail.com